দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 31 JUL 1991
পৃষ্ঠা 6 কলাম 2

আদমশুমারি '৯১

চলতি সালের মার্চ মাসে অনুষ্ঠিত আদমশুমারির প্রাথমিক রিপোর্ট সরকারীভাবে প্রকাশিত হয়েছে। এ রিপোর্ট অনুযায়ী এ বছরের ১১ মার্চ রাতে বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যা ছিল ১০ কোটি ৭৯ লাখ ৯২ হাজার ১শ' ৪০ জন। এর মধ্যে পুরুষের সংখ্যা ৫ কোটি ৫৫ লাখ ৭৯ হাজার ৩ জন এবং মহিলা হচ্ছে ৫ কোটি ২৪ লাখ ১৩ হাজার ১শ' ৩৭ জন। নারী-পুরুষের আনুপাতিক হার প্রতি ১শ' জন নারীর ক্ষেত্রে পুরুষের সংখ্যা ১শ' ৬ দশমিক ১ জন।

এ বছর গণনাকৃত পরিবারের মোট সংখ্যা হচ্ছে ১ কোটি ৯৭ লাখ ৪৭ হাজার ৫শ' ৬টি এবং গড়পরতা পরিবারের লোকসংখ্যা ৫ দশমিক ৩১ জন। পক্ষান্তরে '৮১ সালে অনুষ্ঠিত আদমশুমারিতে পরিবারপ্রতি লোকসংখ্যা ছিল ৫ দশমিক ৭৮ জন। এতে দেখা যায়, এ বছরের লোক গণনানুযায়ী জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার হচ্ছে শতকরা ২ দশমিক ১৭ জন। অপরদিকে বিগত '৮১ সালের হিসেব অনুযায়ী জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল শতকরা ২ দশমিক ৩২ জন।

এ বছরের লোক গণনানুযায়ী দেশে শিক্ষিতের শতকরা হার হলো ২৪ দশমিক ৮২ জন। অপরপক্ষে '৮১ হালে শিক্ষিতের শতকরা হার ছিল ১৯ দশমিক ৭ জন।

এ বছরের আদমশুমারির রিপোর্টে আরো উল্লেখ করা হয় যে, দেশে প্রতি কিলোমিটারে ৭৮২ জন লোক বাস করে। অথচ, '৮১ সালে প্রতি কিলোমিটারে এ সংখ্যা ছিল ৬২৪ জন। এছাড়াও উক্ত রিপোর্টে আরো উল্লেখ করা হয় যে, আদমশুমারিতে গণনাকৃত গৃহহীন ও ভাসমান জনসংখ্যা হচ্ছে ৫ লাখ ২৫ হাজার ২শ' ৫০ জন। অর্থাৎ, এ সংখ্যা হচ্ছে মোট জনসংখ্যার শতকরা শূন্য দশমিক ৪৯ ভাগ। উক্ত রিপোর্টে জেলাওয়ারী শিক্ষিতের হার সম্পর্কে উল্লেখ করা হয় যে,'সর্বোচ্চ শিক্ষিতের হার হলো ঢাকা জেলায় শতকরা ৪৩ দশমিক ৩৫ ভাগ। আর জনসংখ্যার সর্বনিম্ন শিক্ষিতের হার হলো শেরপুর জেলায় শতকরা ১৪ দশমিক ৬৫ ভাগ। এছাড়াও উক্ত রিপোর্টে আরো উল্লেখ করা হয় যে, বর্তমানে বাংলাদেশে জনসংখ্যার শতকরা ৯ দশমিক ৯৫ ভাগ পৌর এলাকায় বাস করে। অথচ, '৮১ সালে এ সংখ্যা ছিল শতকরা ৯ দশমিক ২৩ ভাগ।

আদমশুমারির এ প্রাথমিক রিপোর্ট থেকে দেশের জনসংখ্যাসহ কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া গেল। আমাদের দেশে প্রতি দশ বছর অন্তর অন্তর আদমশুমারি বা লোক গণনা অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। জাতীয় জীবনে আদমশুমারির প্রয়োজনীয়তা বিশ্লেষণের অপেক্ষা রাখে না। এক কথায়, আদমশুমারিকে জাতীয় দর্পণ বলা যেতে পারে। কেননা, দেশের যাবতীয় উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে প্রকল্প প্রণয়নের লক্ষ্যে শুমারির রিপোর্টের প্রয়োজন সবচেয়ে বেশী। দেশের প্রকৃত জনসংখ্যা, শিক্ষিতের হার, জনবসতির ঘনত্ব ইত্যাদি বিষয়গুলো আদমশুমারির রিপোর্ট ছাড়া জানার কোন উপায় নেই।

উল্লেখ্য, বিগত '৮১ সালের শুমারি অনুযায়ী দেখা যায়, তখন শিক্ষিতের হার ছিল শতকরা ১৯ দশমিক ৭। আর চলতি বছরের গণনানুযায়ী শিক্ষিতের হার হচ্ছে শতকরা ২৪ দশমিক ৮২। অর্থাৎ, দশ বছরে শিক্ষিতের হার বেড়েছে ৬ দশমিক ৭৫। বর্তমান বিশ্বে শিক্ষিতের হার এত শ্লথগতিতে বৃদ্ধি পেলে একটি জাতি প্রতিযোগিতামূলকভাবে দাঁড়াতে পারে না। তাই, শিক্ষিতের হার বৃদ্ধির লক্ষ্যে তৎপর হতে হলে এই রিপোর্টের উপরই ভিত্তি করতে হবে। এমনিভাবে জাতীয় জীবনের প্রায় সকল ক্ষেত্রে শুমারির রিপোর্ট উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে থাকে। এ কারণে আমরা বলবো, চলতি বছরের আদমশুমারির চূড়ান্ত রিপোর্ট যত দ্রুত সম্ভব প্রকাশ করা বাঞ্ছনীয়।

20